নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ২৫-৩৫
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভিকা

সাঈদ ফেরদৌস*

১.১. পুরনো বিষয়

যে বিষয়টা নিয়ে লিখতে বসছি তা আমার কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে বেশ কিছু কারণে। প্রথমতঃ বিষয়টি বহুলালোচিত; নৃবিজ্ঞানের পাঠকমাত্রই এ সম্পর্কে ধারণা রাখেন, জানেন বোধ করি, শ্রেণীকক্ষ বইপত্র কিম্বা অন্য যে কোনো সুবাদে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজীতে (এবং অন্য কিছু ভাষায়ও) তো বটেই, এমনকি নৃবিজ্ঞানের নতুনতর 'সম্ভাবনা ক্ষেত্র' এই বঙ্গদেশের মাতৃভাষায়ও এ নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে পরিচিতিমূলক বই পুস্তকে (দেখুন, রহমান ১৯৮০, ইসলাম ১৯৮৯ প্রমুখ)। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ এই সব লেখালেখিই বিষয়টিকে যেভাবে দেখে, দেখায়, তার সাথে একমত নই আমি। চতুর্থতঃ হালে আলোচ্য বিষয়টি 'প্রায়োগিক' আগ্রহের ঠেলায় এবং নতুনতর তাত্ত্বিক বিকাশের দাপটে কল্কে পায়না বিদ্যাজগতে।[১] তা সত্ত্বেও ইত্যকার ঝুঁকিগুলো মাথায় নিয়ে আমি কেন এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে বসলাম তার একটা কৈফিয়ত কিংবা ব্যাখ্যা পাঠকের কাছে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

১.২. কিন্তু কেন?

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের বয়স একযুগ পার হচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় জ্ঞানকান্ডটির তাত্ত্বিক ধারাগুলো নিয়ে এদেশে লেখালেখি পরিচিতিমূলক পর্যায়ে রয়ে গেছে।[২] অথচ স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্বের শ্রেণীকক্ষে, পাঠাগারে, বারান্দায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভেতরে বাইরে এই একযুগে এ নিয়ে বিস্তর বলাবলি হয়েছে। কোনো একটা বিদ্যাজগতে একটা জ্ঞানকান্ড যাত্রা শুরু করছে অথচ তার তাত্ত্বিক আলোচনার বুনিয়াদ গড়ে উঠছেনা সেখানে, এটা বেশ সমস্যারই মনে হয় আমার কাছে। নিজেদের শক্তপোক্ত তাত্ত্বিক কাজ নিশ্চয়ই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু অন্যের তত্ত্ব যখন আমি পড়ি, পড়াই, তখন সে বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা, অবস্থান কি তা অন্ততঃ স্পষ্ট করাতো জরুরী কর্তব্য বলেই মনে হয়।[৩] অবশ্য সামাজিক সম্পর্ক আলোচনায়, শ্রেণী, লিঙ্গ অসমতা বিশ্লেষণে, যথা গুরুত্ব সমেত প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে কোনো কোনো লেখায় (উদাহরণঃ চৌধুরী ও আহমেদ ১৯৯৭)। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলো বাদে অধিকাংশ লেখায়ই তত্ত্বালোচনা হয়েছে তথ্যাকারে বিশ্লেষণহীন ভাবে (উদাঃ আলম ১৯৯২)। অপর পক্ষে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ধারা বলে যেগুলোকে আমরা চিনি সেগুলোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখবার তাগিদ গত একযুগে দেখিনি বরং দেখেছি বিশ্লেষণহীন

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কালানুক্রমিক কিছু তথ্য উপস্থাপন যা কিনা খুবই অরাজনৈতিকও বটে (রহমান ১৯৮০, ইসলাম ১৯৮৯ প্রমুখ দ্রঃ)। সে কারণে বিশেষ করে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরে নৃবিজ্ঞানের ক্লাশে তত্ত্ব পড়ে এসে এবং পরের তিন চার বছর তা পড়াতে গিয়ে মনে হচ্ছে এ বিষয়ে ভিন্ন ধরনের লেখালেখি প্রয়োজন আর বিশেষতঃ তা হওয়া উচিৎ বাংলা ভাষায়ই আমাদের বিদ্যাজগতে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডের বুনিয়াদী কাজের অংশ হিসেবে।[৪]

১.৩. ভূমিকা মাত্র

এই লেখাটিকে বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তরসূরী লেখার ভূমিকা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কালানুক্রমিক ভাবেই নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ধারা গুলো ধরে ধরে আলোচনা শুরু হবে যদিও কালানুক্রমিকতা এই লেখার অনিবার্য বৈশিষ্ট্য নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনিবার্য ধারাক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিশ্লেষণী উদঘাটন প্রয়াস।

২.১. প্রাতিষ্ঠানিকতার আগেঃ বিবর্তন ও ব্যাপ্তিবাদ

প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের শুরুটা ছিলো এই শতকের শুরুর দশকে (Kuklick 1991)। নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব যখন আমরা পড়ি তখন অবশ্য আমরা বেশ খানিকটা আরো পেছনে ফিরে যাই। গত শতকের শেষ দু'তিনটি দশকে মানুষের উৎপত্তি, বিকাশকে ঘিরে জীববিজ্ঞানে, সামাজিক বিজ্ঞানে যে ইউরোপ কেন্দ্রিক, আলোকদয় উত্তর 'বিজ্ঞানমুখীন' তত্ত্ব হাজির হয়েছিলো তাকেই আমরা নৃবিজ্ঞানের পড়াশুনার যাত্রা বিন্দু ধরি সাধারণভাবে (Harris 1968)।[৫] এসময়কার প্রধানতম তাত্ত্বিক ধারা ছিলো বিবর্তনবাদ ও ব্যাপ্তিবাদ।

সরল এককোষী হতে জটিল বহুকোষী রূপান্তরণের যে ব্যাখ্যা জৈব বিবর্তন আলোচনায় সাড়া ফেলে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে সামাজিক বিবর্তনকেও ধরবার চেষ্টা করেন তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ। সমাজ সরল থেকে জটিল হয়েছে, ক্রমশঃ নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে এবিষয়ে বিবর্তনবাদীরা একমত ছিলেন, যদিও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় তারা মোটেই একমত ছিলেন না। তবে নির্বিশেষে বিবর্তনবাদীরা সারা পৃথিবীর সমাজ বিকাশকে একই ছাঁচে দেখেছেন। ধরা যাক বন্য, বর্বর, সভ্যতার যে তিন ধাপ বিবর্তনবাদীরা ব্যবহার করেন সে তিন ধাপের মধ্য দিয়েই সকল সমাজ বিকশিত হবে এমন বললে স্বতন্ত্র 'সমান্তরাল' অনেকগুলো অগ্রসরমান সূত্র দেখা যায়। বিকাশের ঐ স্বতন্ত্র সমান্তরাল নিয়মটাকে ব্যাপ্তিবাদ মানেনি। ব্যাপ্তিবাদীদের মতে কোনো একটি সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ এক অঞ্চলে জন্ম নিয়ে, আবিস্কৃত হয়ে চালু হয়ে অন্য অঞ্চলে, অন্য জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়েছে সমান্তরাল ভাবে সকল সমাজে তার বারংবার নতুন আবিষ্কার, প্রচলন ঘটেছে এমন নয় (Hunter)। বিকাশের ধারনা নিয়ে মৌলিক মত পার্থক্য থাকলেও ঐ নির্দিষ্ট সময়কালের এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ধারার মিল ছিলো এখানেই যে, এদের ক্যানভাস বিশ্বজোড়া ছিলো, সারা পৃথিবীর সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ, উৎপত্তি

ব্যাখ্যা করাই ছিলো তাদের আগ্রহ। এই আগ্রহ সমীচীন কিনা তা নিয়ে অবশ্য পরে প্রশ্ন উঠেছে।

ঐ যুগের অর্থাৎ গত শতকের শেষ প্রান্ত হতে এ শতকের শুরুর দশকের (প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের আগ পর্যন্ত) তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কিছু না বলাটা অবশ্য কর্তব্যের খেলাপ করা হবে। সে সময়কার প্রধানতম ধারা বিবর্তনবাদ যে কেবল অপরাপর ধারার সাথে ফারাক তৈরী করেছে তাই নয় খোদ বিবর্তনবাদীরাই নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রচনা করেছেন তত্ত্বের বিন্যাস, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, রাজনীতি এই বিবিধ ক্ষেত্রে। কেউ বিবর্তনকে ধাপে ধাপে সনাক্ত করেছেন, কেউবা একে স্বতঃস্ফূর্ত নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছেন (দেখুন Kon 1989)।[৬] কেউ কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশকে ব্যাখ্যা করছেন, অপরাপর প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত করছেন, কেউ তা করছেন না।[৭] কেউ কাজ করছেন সরেজমিনে কোনো নির্দিষ্ট সমাজে, কেউ হয়তো নিছকই জৈব সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সাধারণ তত্ত্বালোচনায়।[৮] আর এসবের মধ্য দিয়ে খুবই স্পষ্টতঃই তাদের রাজনীতির ভিন্নতাও তত্ত্বে প্রতিফলিত হচ্ছে।[৯] কিন্তু বির্বতনবাদীদের এহেন ফারাক সত্ত্বেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এই তাত্ত্বিক ধারার ছিলো যাকে আঘাত করেই পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারাগুলো কাজ শুরু করে। আগের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় বিবর্তনবাদী তত্ত্বগুলো ছিলো বৈশ্বিক, একটা কোনো নির্দিষ্ট সমাজকে ব্যাখ্যাই নিছক তার তাত্ত্বিক আগ্রহ নয়। তাই একটা কোনো নির্দিষ্ট সমাজে সরেজমিনে কাজ করা (বা না করা) তাদের কাছে যত গুরুত্বপূর্ণ তার চাইতে ঢের গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সমাজের তুলনা করা; তার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র বিকাশের ধারায় কোন সমাজটি বিবর্তনের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা সনাক্ত করা। 'তুলনামূলক পদ্ধতির' এই অবলম্বন এবং একই সূত্রে সকল সমাজকে বুঝতে প্রয়াসী হয়ে তারা সাধারণীকরণ করেছেন; একটা মাত্র রেখায় সমাজকে এগুতে দেখেছেন; বিবর্তনের শেষ ধাপে, শীর্ষে দেখেছেন নিজেদের ইউরোপকে; ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের তথ্য, চোখে দেখা, অন্যের লেখা হতে জানা, সবগুলোকে এককাতারে ফেলেছেন; তারা 'আরাম কেদারায়' বসে তত্ত্ব দিয়েছেন; অনুমান নির্ভর গল্প ফেঁদেছেন এমনতর বহু অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে থাকে একটা সময় (Harris 1968)। এই উত্থাপনের সবটাই নিরপেক্ষ(?) নির্দোষ(?) ছিলো কিনা সেটা অবশ্য উত্থাপনকারীদের কাজ হতে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে এই অভিযোগ উত্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নতুন তাত্ত্বিক যুগের বুনিয়াদ যে তৈরী হ'ল সে বিষয়টি অন্ততঃ স্পষ্ট।

২.২. প্রাতিষ্ঠানিকতার যুগঃ প্রত্যক্ষণবাদ

নতুন তাত্ত্বিক যুগের ভেদরেখাটা কিসের ভিত্তিতে টানছি তা না বললে নিশ্চয়ই সংশয় থেকে যাবে। কেননা নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বের বিকাশ পরম্পরা দাঁড় করাতে গিয়ে

এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়কে পৃথক করতে প্রায়শঃই লেখকরা পরস্পর হতে ভিন্ন অবস্থান নেন।[১০] এই লেখায় বিবর্তন উত্তর এই তাত্ত্বিক যুগটিকে আমি 'প্রাতিষ্ঠানিকতার যুগ' হিসেবে সম্বোধন করবো। বিদ্যাজগতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় এ যুগেই নৃবিজ্ঞান পোক্ত আসন গেঁড়ে বসে; খোলা করে বললে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকায়, এমনকি তার বাইরেও (যতদূর পর্যন্ত পাশ্চাত্যের হতে লম্বা হতে পেরেছে)।[১১] এ সময়টাতেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে, 'নৃবিজ্ঞান বিভাগ' কাজ শুরু করে। যদিও উত্তর আমেরিকায় ১৮৯৯ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নৃবিজ্ঞান' যাত্রাশুরু করে (Jha 1983:177) এ শতকের ব্যাপার নয় সেটা; কিন্তু ১৯০৬ সালে অক্সফোর্ডে নৃবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা, ১৯০৮ এ লিভারপুলে নৃবিজ্ঞানের চেয়ার প্রতিষ্ঠা (Kuper 1973), এসব দেখে এবং মার্কিন 'সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান' ও বৃটিশ 'সামাজিক নৃবিজ্ঞানে' চনমনে বেড়ে ওঠা দেখে নিশ্চিত করেই বলা যায় নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিটা ঘটে তখনই। পেশাদার নৃবিজ্ঞানীর তৎপরতাও প্রথম লক্ষ্য করা যায় সেসময়েই-গবেষক, শিক্ষক, তাত্ত্বিক সকল ভূমিকাতে।

অপেশাদার পূর্বসূরীদের (বিবর্তনবাদীদের) মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন পড়াশোনার এই পেশাদার বাহিনী পষ্টাপষ্টিই নিজেদের কাজ বুঝে নিলেন। বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞানকে সাধারণ পাঠকের জন্য উপভোগ্য করা যেমন ছিলো তাদের আগ্রহ, তেমনি 'বিজ্ঞান' হিসেবে[১৩] একে নিখুঁত করে গড়বার দায়ও এরা বোধ করেছিলেন। আর এ কাজগুলোই শুরু করলেন, তারা অপেশাদার পূর্বসূরীদের বাতিল করার মধ্য দিয়ে।

তারা বললেন, বিবর্তনবাদীদের 'সার্বজনীন সূত্র' দিয়ে সমাজ বোঝাটা হবে ত্রুটিপূর্ণ কেননা 'সার্বজনীনতা' খুঁজতে গিয়ে 'স্থানিকের' 'নির্দিষ্টের' গুরুত্বকে খাটো করা হয়েছে, ঢালাও সাধারণীকরণ করা হয়েছে, যার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য কিনা বিবর্তন বাদীদের হাতে ছিলো না (Harris 1968-এর দেওয়া বোয়াসের বরাত)। এধরনের বক্তব্যের সাদামাটা তরজমা এই যে, তারা বিবর্তনবাদীদের সাধারণ তত্ত্বের 'বৈধতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন; এধরনের তত্ত্ব তৈরীর জন্য বিবর্তনবাদীরা ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের সমাজ-সংস্কৃতির যে তুলনা করেছেন সেই তুলনা ও তুলনামূলক পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন; সর্বোপরি, এহেন তত্ত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে যে কাজ তাদের আগের সময়ে হয়েছে তা যে যথেষ্ট 'বিজ্ঞানমুখীন' ছিলোনা কখনো পষ্ট করে কখনো ঠারে ঠুরে সেটাও বলে দিয়েছেন (দ্রঃ ভূমিকা, Radcliffe-Brown 1952)। পূর্বসুরীদের প্রতি উদ্যত খড়গ নিছক তত্ত্ব, পদ্ধতি আর দেখে আসা সমাজের তথ্যের বৈধতাকে ভেঙ্গে ক্ষান্ত হয়েছে এমন নয়, বরং এর চাইতেও বড় অভিযোগও তাদের কাজে, পরের জমানার তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কথা-কাজে ছিলো বিবর্তনবাদ সম্পর্কে। আর তা হলো বিবর্তনবাদ বর্ণবাদকে বয়ে বেড়িয়েছে, বিবর্তনবাদীরা ছিলেন জাত্যাভিমানী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তো ধরে নেয়া যায় পূর্বসূরীদের যে সমালোচনা গুলো তারা করছেন, নিজেদের কাজকে অন্ততঃ সেসব সমালোচনার উর্দ্ধে তারা নিয়ে যাবেন। তাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতি হবে বিজ্ঞানমুখীন, কল্পনাশ্রয়ী নয়। বিবর্তনবাদীরা অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করেছেন বলবার আরেক অর্থ তাদের কাজে তথ্যের অপ্রতুলতা থাকবেনা বিবর্তনবাদীরা অনুমান নির্ভর, নিজ চোখে না দেখা সমাজ নিয়ে কথা বলছেন, তার অর্থ হচ্ছে তারা কেবলই চোখে দেখা, সরেজমিনে কাজ করা সমাজ সম্পর্কেই বলবেন। অপ্রতুল তথ্য কিংবা অনুমান থাকায় বিবর্তবাদী তুলনা গুলো ছিলো ত্রুটিপূর্ণ-তাই পারতপক্ষে তুলনা নয়, তারা বললেন সংস্কৃতি হচ্ছে আপেক্ষিক। এ বিষয়গুলোকে উল্টে দিয়েও বলা যায়; সংস্কৃতি আপেক্ষিক বলে, নির্দিষ্টতার উপর জোর দিতে হবে, তাই বৈশ্বিক, সাধারণ, সার্বজনীন তত্ত্বের বদলে এলো 'বিজ্ঞানমুখীন পদ্ধতি' সহযোগে নতুন নির্দিষ্ট, স্থানিক ব্যাখ্যা উপযোগী তত্ত্ব। 'বিজ্ঞানমুখীন পদ্ধতিটি' নৃবিজ্ঞানীকে সরেজমিনে দাঁড় করালো, এলো মাঠকর্ম, তথ্য সংগ্রহের সুনিপুণ(?) 'তরিকা' 'অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ'। আর এই যে এর মধ্য দিয়ে চোখে দেখে নৃবিজ্ঞান রচনা এটাই হয়ে গেলো প্রাতিষ্ঠানিক যুগের বৈশিষ্ট্য যাকে বলা হয় 'প্রত্যক্ষণবাদ'। প্রত্যক্ষণবাদ কেন? কেন প্রত্যক্ষণমূলক নয়?[১৪] কেননা এযুগের নৃবিজ্ঞানীরা 'বৈজ্ঞানিক সত্যের' মরীচীকাকে সামনে রাখলেন-তারা 'নিরপেক্ষ' থাকতে চাইলেন - আর তাই যতটকু মাঠে দেখা ততটুকুই কেবল গণ্য করা - তার বেশী নয়। ফলে তারা মাঠকর্মের ফল হিসেবে যে 'এথনোগ্রাফি' দিলেন, তা বিবরণ সর্বস্ব (প্রত্যক্ষণ সর্বস্ব?) বর্ণনাধর্মী, বিশ্লেষণ বিবর্জিত, যাতে করে লেখায় গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী না ঢুকে পড়ে! যদিও এতো 'বিজ্ঞানমুখীন' থেকেও শেষ রক্ষা হয়নি। তাদের 'সত্য' নিয়ে, 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতার নৃবিজ্ঞানীরা এতো আক্রমণের মুখে পড়েছেন, যে বিবর্তনবাদীদেরও তারা এতো জেরবার করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রাতিষ্ঠানিকতার হাত ধরে আসা এই নির্দিষ্টতা, স্থানিকতা বুঝতে আগ্রহী তত্ত্ব এবং পদ্ধতির সাথে আর একটি প্রত্যয় এই শতকের মাঝ নাগাদ পাকাপোক্তভাবে জড়িয়ে গেল, আর তা হলো 'অন্যতা'; এতদিন বিবর্তনবাদীরা এমনকি এ শতকের প্রত্যক্ষণবাদীরাও গবেষণা করেছেন 'আদিম' 'বন্য' দের। মূল্য আরোপিত এই শব্দগুলোর ব্যবহার কমে আসলো, উদারনৈতিক এই প্রত্যয় বাছাইয়ের ফলে, যেখানে তুলনার বিচারে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টে নির্দ্ধারণ এড়ানো গেল বাহ্যতঃ । কিন্তু মজার ব্যাপার ছিলো এই যে 'অন্য' গবেষিত জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ছিলো সকল সময়েই গবেষকের তুলনায় ক্ষমতা বিচারে দুর্বল (ঔপনিবেশিক সম্পর্কে শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রান্তিক)।[১৪] ফলে 'অন্য' বলবার 'উদারনৈতিকতায়' 'বিজ্ঞানমুখীন নিরপেক্ষতায়' নৃবিজ্ঞান কি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ক্ষমতাবানদের পক্ষে কাজ করে ? এ প্রশ্ন উঠতে লাগলো চলমান শতকের শুরু হতে মাঝ পর্যন্ত প্রত্যক্ষণবাদের বছর পঞ্চাশেকের বিকাশ গড়াতে না গড়াতেই (দেখুন Stocking 1989, ফেরদৌস ১৯৯৫)।

নৃবিজ্ঞানের পড়াশুনায় আমরা দাপুটে যে দু'তিনটে দেশকে চিনি তার মধ্যে বৃটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবর্তনবাদ বিরোধী এই যুগে যে তাত্ত্বিকধারাগুলো বিকশিত হয়েছিলোর মধ্যে অন্যতম সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ক্রিয়াবাদ, কাঠামোগত ক্রিয়াবাদ এবং ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাবাদ[১৫] এবং কিছুটা পরে সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব ধারা । একই সময়ে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই দুই মহাদেশের তাত্ত্বিকরা বিবর্তন কিংবা ব্যাপ্তির ধারণার বিশ্বজোড়া ক্যানভাসের বিপরীতে 'খন্ডিত ইতিহাস', তাৎক্ষণিক 'সামাজিক ক্রিয়াশীলতাকে' গুরুত্ব দিয়ে সময়হীন, অনৈতিহাসিক পদ্ধতিকেই নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করলেন। চয়ন করলেন এমন সব 'প্রত্যয়' যাকে বর্তমানের প্রত্যক্ষণমূলক কাজ দিয়েই ধরা যায় - অতীতকে বোঝা, পরম্পরায় সম্পর্কিত অপরাপর সমাজ (কিংবা এক সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্য সামাজিক সংগঠন বা প্রপঞ্চ) বোঝার গুরুত্ব তাদের কাজে রইলো না। এমনকি তাদের কেউ কেউ অতীতকে খোঁজার কাজটি যে 'তত্ত্বের' নয়, তা যে ইতিহাসের কাজ একথাও বললেন (Radcliffe-Brown 1952)। ফলে তাৎক্ষণিক মাঠকর্মে পাওয়া জনগোষ্ঠীর 'ক্রিয়া', সামাজিক সম্পর্কের দৃশ্যমান উপাদান গুলোর বিবরণই হয়ে উঠলো নৃবিজ্ঞান-তার সাথে ঔপনিবেশিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক কোনোভাবেই এসময়ের নৃবিজ্ঞানে ধরা পড়লেনা।[১৬] অনৈতিহাসিক এবং বিচ্ছিন্নতাকামী এই নৃবিজ্ঞান কিন্তু বারংবারই 'ইতিহাসের' কথা বলে, 'সমষ্টিক' ব্যবস্থাকে দেখার কথা বলে নিজের রাজনীতিকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছে। 'সংস্কৃতি' 'বিশ্বাস' 'মূল্যবোধ' এই প্রত্যয়গুলোকে বলির পাঁঠা করে সামাজিক অসমতা, রাজনীতি হতে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে (অথচ সেখানে গবেষক-গবেষিতের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতটিই ছিলো চূড়ান্তভাবে অসম)। এইযে সামাগ্রিকতা হতে সরে আসা, নির্দিষ্টে আবদ্ধ হওয়া 'nomothetic' হতে 'ideographic' এর এই যাত্রায় মার্কিনে তাই সংস্কৃতির আলোচনায় ব্যক্তিত্বের গুরুত্বকে জোরদার হতে দেখি।[১৭] আরো দেখি প্রাতিষ্ঠানিক বেড়ে ওঠার পর্যায়েই তত্ত্বের চাইতে তথ্যের গুরুত্ব কি করে নৃবিজ্ঞানে প্রবল হয়ে উঠলো। পরবর্তী দশক গুলোতে নৃবিজ্ঞানের বিকাশ বেশ দেখবার মতো। যেমন মাঠকর্ম, প্রত্যক্ষণ, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ, তেমন আবার স্থানিকতা, দৃশ্যমানতার সাথে পার্থক্য সূত্রটিও লক্ষ্যণীয়।

২.৩. দৃশ্যমানতার আড়ালেঃ কাঠামোবাদ ও প্রতীকবাদ

আগের দুটো যুগের তুলনায় এ যুগটা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বেশ ভিন্ন; এই ভিন্নতার সাথে জড়িয়ে আছে ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের বদল। বিবর্তনবাদের সাথে জড়িয়ে ছিলো ইউরোপের আলোকদয় উত্তর বিজ্ঞানমুখিতা, ইউরোপ নিজের বিচারে অন্যকে আদিম, মধ্যযুগীয় বলেছে লিখেছে, জ্ঞান তৈরী করেছে।[১৮] পরের অনেকগুলো দশকে এমনকি আজ অবধিও অনেক অ-ইউরোপীয় পাঠক তার

নিজের সম্পর্কে অন্যের (ইউরোপের) লেখা এই জ্ঞান পড়ছে, আত্মস্থ করছে।[১৯] তাই ঐ বিজ্ঞানমুখীন যাত্রা ছিলো খুবই ইউরোপীয় আধিপত্য নিশ্চিতকারী। বিবর্তনবাদ-উত্তর প্রত্যক্ষণবাদীরা যে হাওয়ায় পাল ভাসালেন তা ছিলো ঔপনিবেশিকতা। মাঠ কর্মের তৈরী মাঠ, জ্যান্ত জাদুঘর, রোমান্টিক অবসর ছিলো অ-ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উপনিবেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করবার পর থেকে, ঐ ঔপনিবেশিক মাঠকর্ম তোপের মুখে পড়লো, পাসপোর্ট ভিসা কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি, (আজো নয় তা) কিন্তু তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যে ও কিছু পরিবর্তন হাজির হলো। নিছক মাঠকর্ম ভিত্তিক তথ্য নয়। কোনো জনগোষ্ঠীর 'সত্যবয়ান' নয়, তত্ত্বের প্রতি নতুন আগ্রহ তৈরী হলো নৃবিজ্ঞানে।

এসময়কালে, বিশেষতঃ ষাটের দশক, তার শেষ দিকে কাঠামোবাদ, প্রতীকবাদ এসে দাঁড়ালো নৃবিজ্ঞানে নতুনতর তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নিয়ে। দুর্খেইমের সমাজ বিজ্ঞানের দেশ ফ্রান্সে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করলো যার তাত্ত্বিক পদভারে তিনি লেভিস্ট্রস; বললেন কাঠামোর কথা (Levi-Strauss 1963:277-323); বললেন প্রত্যক্ষণবাদীদের দেখা 'সমাজ কাঠামো' প্রকৃত সমাজ কাঠামো নয়, তা হলো সামাজিক সম্পর্ক। প্রকৃত সমাজ কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে অন্তর্নিহিত সূত্রের উপর, যত বিমূর্ত তত প্রকৃত কাঠামো, দৃশ্যমানতা নয় বুঝতে হবে অদৃশ্যকে, মনোজগত ছিলো তার কাছে অতীব গুরুত্বের দাবীদার। দৃশ্যমানতার বিমূর্তকরনের মধ্য দিয়ে তিনি গবেষকের হাতিয়ার (মডেল) তৈরীর প্রস্তাবনা রাখেন। প্রত্যক্ষণবাদের পরিমন্ডলে বসেও সূত্র খোঁজার উপর অবশ্য কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন, দৃশ্যমানতার পর্বভাগই নৃবিজ্ঞানীর কাজ নয় একথা বলেছিলেন; কিন্তু ক্রিয়াবাদী, কাঠামোগত ক্রিয়াবাদীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য তৈরীর, মতবিভক্তি তৈরীর বেশী কিছু প্রত্যক্ষণবাদী হওয়ায় বসে করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, যুগটা থেকে গেছে দৃশ্যমানতারই দখলে (Leach 1961)। পর্যবেক্ষনের নিরংকুশ উপস্থিতিকে ত্যাগ করে বলেন যে, পর্যবেক্ষণ নৃবিজ্ঞানীর কাজের একটি পর্যায় মাত্র, এর পরের পর্যায়টি পরীক্ষণ। দৃশ্যমানতার বর্ণনার বছর পঞ্চাশেকের ঐতিহ্য বড় আঘাত খেল। বাস্তবতার বিমূর্তকরণের এ বিষয়টি, অন্তর্নিহিত সূত্র খোঁজার এই তাগিদ ফরাসী মার্কসবাদীদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেললো।[২১] লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে মাঠকর্ম এদের কাজেও রয়েছে, কিন্তু তার বিমূর্তকরণটা জরুরী, আর বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনো মাঠকর্মের স্থানিক অভিজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট স্থানকালের খন্ডি মুক্ত করে কাঠামোবাদীরা বৈশ্বিকতার দিকে যেতে চান, তাই দেখতে পাই তারা কিভাবে মনোজগতের কাজ করবার ধরনের সার্বজনীনতাকে খোঁজেন (Levi-Strauss1979:15-24)। এই যে নির্দিষ্টতা হতে সার্বজনীনতার দিকে যাত্রা, দৃশ্যমানতার আড়ালের বিমূর্ত জগত খোঁজা এসব দিক দিয়েই কাঠামোবাদের পিঠাপিঠি ধারা প্রতীকবাদ পূর্বোক্তদের খুবই কাছাকাছি। তারাও কাঠামোবাদীদের মতো চারপাশের জগতে বিভাজন করেন। অর্থ খোঁজেন।[২২] তারা প্রতীক তৈরী হবার প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট সমাজে তার অর্থময়তা,

আচার অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেন। নির্দিষ্ট সমাজের স্থানিক জ্ঞানকে বৈশ্বিকে নিয়ে যাবার আকাংখা রাখেন; তাদের স্থানিকতার ভিত্তিও মাঠকর্ম। অদৃশ্য বুঝবার ভিত্তি দৃশ্যমানের বোঝাবুঝি। প্রতীকবাদীরা যখন কিনা প্রগাঢ় বর্ণনার কথা বলেন কিংবা যখন ব্যক্তিকে actor হিসেবে দেখেন তখন যে কারো মনে হতে পারে যে এ বুঝি 'ক্রিয়াবাদী' 'এথনোগ্রাফার' এর কন্ঠস্বর; ভুল ভাঙ্গে যখন বৈশ্বিকতার কথা শুনি, যে বৈশ্বিকতা আবার অবশ্যম্ভাবী রূপেই স্থানিকতার অভিজ্ঞতা হতে উঠে আসা। কিন্তু একটা জায়গায় কোথায় যেন এদের কারো কারো কাজে প্রত্যক্ষণবাদের রাজনীতির আভাস দেখা যায়, যখন (মনোজাগতিক) ঐক্যের কথা বলা হয়, সার্বজনীনতার কথা বলা হয় তখন বিশ্বের সকল সমাজ একইভাবে (কাঠামোগত ভাবে?) অর্থ তৈরী করে, চারপাশের জগতকে বিভক্ত করে এহেন ধারনার মধ্য দিয়ে কি সমাজগুলোর নিজেদের ভেতরকার এবং পরস্পরের অসমতা, ক্ষমতার চর্চার বাস্তবতাকে এড়ানোর চেষ্টা করেন কেউ কেউ? নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ধারায় বিরাজনীতিকরনের রাজনীতি তাত্ত্বিক পরম্পররায় প্রশস্ত হয়েছে, গবেষক-গবেষিত সম্পর্কও প্রবল ভাবে অসম থেকে গেছে। বৈশ্বিকতা হতে যার যাত্রা শুরু তার দ্বিতীয় ধাপে ছিল স্থানিকতা , তৃতীয় ধাপে ফের স্থানিক হতে বৈশ্বিকে গিয়েও সেখানে রাজনীতি ধরবার, ঐতিহাসিকতা ধরবার তেমন বড় কোনো নজির আলোচ্য ধারাগুলোয় ছিলোনা।

৩. পুনশ্চ

ষাট, তার শেষ দিকে যে কাঠামোবাদ, প্রতীকবাদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো আজও নৃবিজ্ঞানে তাকে গুরুত্ব সমেত পড়ানোর হয়,[২৩] তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষায়নের চূড়ান্ত দশায় জ্ঞানকান্ডগুলোর সীমানা যখন অটুট নেই তখন সাহিত্যের, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক আলোচনাই নৃবিজ্ঞানের পাঠকের আগ্রহ ও চর্চার বিষয় ; ফুকো, উওরাধুনিক, বিনির্মাণবাদী তত্ত্ব, নারীবাদ তার বিতর্কমূলক বৈচিত্র্য, নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা এসবই সমাজ বুঝতে, সম্পর্ক বুঝতে, জ্ঞান বুঝতে, ক্ষমতা বুঝতে অতীব জরুরী। তাই এ বিষয়গুলোর আলোচনা বর্তমান শিরোনামের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই মানানসই। কিন্তু গোড়াতেই বলেছি এ লেখাটাকে কয়েকটা উত্তরসূরী লেখার ভূমিকা হিসেবে গণ্য করার সম্ভাবনা আছে। সেকারনেই চলতি প্রসঙ্গগুলো এ লেখায় নেই। 'ভূমিকা' লেখা বলে আরো যা এড়িয়ে গেলাম তা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে কোনো তাত্ত্বিকের এবং তার কাজের আলোচনা, সর্বোপরি তাত্ত্বিক ধারাগুলোর দর্শন ঘরানা। গুরুত্ব ছিলো প্রধানতম ধারাগুলোকে চিহ্নিত করা, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সনাক্ত করার প্রতি। একাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো মনে হয়েছে বিস্তৃত তত্ত্ব আলোচনার গুরুত্ব একেবারেই বাদ পড়লো কি? এ লেখায় সেজন্য তো পাদটীকা রয়েছেই, আর রয়েছে পরম্পরায় লেখার সম্ভাবনা। আগামীতে।

টীকা

১. উত্তরাধুনিকতাবাদ কিংবা বিনির্মাণবাদ নিয়ে কথা বলাটা যখন নিজের বিদ্যা বহরের প্রমাণ তখন এহেন বিষয়ের আলোচনা নিতান্তই সেকেলে আগ্রহ ও মনোযোগহীনতার বিষয়। তাছাড়া 'উন্নয়নশীল' দেশের বাস্তবতায় বসে 'উন্নয়ন' নৃবিজ্ঞানের 'ইস্যু' কেন্দ্রিকতা (যথা, নারী, শিশু, স্বাস্থ্য.) এবং উন্নয়ন গবেষণার নতুন প্যাকেজ পদ্ধতি (যথা RRA, PRA) চেনা বাদ দিয়ে লোকে কেন এসব পড়বে?

১. এই জার্নালের আগের সংখ্যাগুলোতে কিংবা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য কোনো জার্নালে সেরকম নজীর নেই, দেখতে পারেন।

২. অবস্থান না নেয়া, 'এ-ও ভালো সে-ও ভালো' কিংবা 'উপকারিতা-অপকারিতা' ধরনের দু'কুল রক্ষা করা পড়াশুনায় আমরা অভ্যস্ত, শুদ্ধ জ্ঞান হবে 'নিরপেক্ষ' এ ধারণা বোধ করি আমরা এখনো ছাড়তে পারিনি।

৩. এখন পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্যের কিংবা মার্কিনের অনুবাদ, অনুলিপির নৃবিজ্ঞান পড়ছি। নিজেদের ভাষায় লেখা শুরু না হলে কবে নিজেদের তত্ত্ব, প্রত্যয় দাঁড় করাবো আমরা?

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমগুলোতে উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদীদের যথা হেনরী মেইন, মর্গান, এদেরই নৃবিজ্ঞানের প্রথম যুগের তাত্ত্বিক হিসেবে পড়ানো হয়। দেখতে পারেন জাহাঙ্গীরনগর সহ বাংলাদেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নৃবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান এবং অতীতের পাঠ্যক্রমগুলো।

৫. মর্গান যেভাবে বন্য, বর্বর সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ধাপে ধাপে দেখান, স্পেন্সার আদৌ সেপথে যাননি। তার দেখা বিবর্তনে কোনো বিঘ্ন নেই, ব্যত্যয় নেই। দেখুন বুলবন ওসমান অনুদিত লুইস হেনরী মর্গান, আদিম সমাজ, বাংলা একাডেমী।

৬. দেখুন এঙ্গেলস কিভাবে সম্পত্তি, বিয়ে, পরিবার, সরকার, ব্যবস্থা বিবিধ প্রক্রিয়াকে সম্পর্কিত করেন, তার বই 'পরিবার ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে। অন্য দিকে স্পেন্সারের বিবর্তন ধারনা মোটেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ সূত্র, আন্তঃসম্পর্ক দেখায়না (Kon 1989)।

৭. মর্গান কাজ করেছেন সরেজমিনে ইরাকোয়াদের মাঝে, স্পেন্সারের প্রত্যক্ষ মাঠ অভিজ্ঞতা ছিলো না।

৮. মার্কিন নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস লিখতে যত্ন করে মর্গানের নাম বাদ দেয়া হয়, অথচ অনেক অনুল্লেখযোগ্য নামও সেখানে স্থান পায়, মর্গানের কাজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সাদরে গৃহিত ছিলো। অন্যদিকে স্পেন্সারের কাজ একভাবে সমাজের স্থিতি দেখায়, স্বতঃস্ফূর্ততা দেখায় যার প্রেক্ষিত ছিলো নতুন বিকাশমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র; আবার এঙ্গেলস এর কাজ দেখলে (কিংবা মর্গানেরও) মনে হয়না যে বিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত, আপনা থেকেই ঘটে, যেমন স্পেন্সার বলেন, বিস্তারিত দেখুন (এঙ্গেলেস *, মর্গান *, Kon 1989)।

৯. কেউ কেউ 'গ্রীক দার্শনিক' হতে নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনা শুরু করেন; মাখন ঝা তার লেখায় ১৮৩৫ এর পূর্বে হতে শুরু করে, ১৮৩৫-১৮৫৯, ১৮৫৯ - ১৯০০, ১৯০১-১৯৩৫ পর্যন্ত চারটি পর্বে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে বিভক্ত করেছেন। যেখানে এই লেখায় আলোচনা শুরুই হচ্ছে উনবিংশ শতকের শেষার্ধ হতে এবং পরের ধাপটিকে এখানে বলা হচ্ছে 'প্রাতিষ্ঠানিকতার যুগ' মোটামুটি ভাবে এশতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি এ শতকের পরের অব্দ মাখন ঝার ভাষায় Critical Period, যা তার পর্বভাগে নেই (Jha 1983)।

১০. ভারতে নৃবিজ্ঞানের চর্চা সম্পর্কে দেখুন Jha (1983:139-76)।

১১. বোয়াসের প্রিয়ছাত্রী মীড, তাই বোয়াসকে 'বিজ্ঞানমুখী নৃবিজ্ঞানের জনক' বলেন (দেখুন Harris 1968)।

১২. Empiricist এর পরিভাষা হিসেবে কেউ কেউ অভিজ্ঞতাবাদ লিখে থাকেন। আমরা প্রত্যক্ষণবাদ ব্যবহার করছি। empirical কে প্রত্যক্ষণমুলক বলছি।

১৩. সেটা ব্রনিসল ম্যালিনস্কীর ট্রবিয়াণ্ডে কাজ করার ক্ষেত্রে কিংবা মীডের সামোয়ার কাজের ক্ষেত্রে কিংবা এখনকার এই বাংলাদেশে যেকোনো পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞানীর কাজের ক্ষেত্রে বারংবার সত্য হয়ে ওঠে।

১৪. এক্ষেত্রে Marvin Harris (1968) হতেই 'Historical Particularism' এর অনুবাদ করা হয়েছে, যদিও হ্যারিস তার বইয়ে এও বলেন যে বোয়াস কোনো ধারার (school) জন্ম দেননি, তবে ব্যাপক অর্থে মার্কিনীরা যে 'ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক' ধারার দাবী করে থাকে বোয়াসকে তার পুরোধা বলা যায়।

১৫. যে কোনো প্রত্যক্ষণবাদী এথনোগ্রাফী, যা কিনা উপনিবেশের গবেষণার সৃষ্ট (উদাহরণ, Malinowski, B. 1922) দেখতে পারেন।

১৬. বোয়াসের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ধারার উত্তরসূরিতায় যেসব তাত্তিকরা বেড়ে ওঠেন তাদের মধ্যে মীড, বেনেডিক্টরা ছিলেন, ছিলেন ষ্টুয়ার্ড, হোয়াইট, হ্যারিসরাও। সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব ধারার মতো এই নব্যবিবর্তনবাদীরাও ঐ ধারাকে বহন করছিলেন; বিবর্তনবাদের প্রথম জমানার সাথে এদের মিল সামান্যই (দেখুন Harris 1968)।

১৭. যেমন হেনরী মেইন সমকালীন ভারত আর রোমকে সভ্যতা হতে পেছনে ধরছেন (দেখুন Maine 1861)।

১৮. এই প্রক্রিয়া এখনো অতীত হয়ে যায়নি, আমরাও এর মধ্যেই আছি।

১৯. যেমন মরিস গদেলিয়ার (Godelier ১৯৮৬) বললেন 'Mental' 'Material' এর কথা, ক্লদ মিয়াসো (Meillassoux *) বললেন Reproduction এর কথা।

২০. প্রতীকবাদীদের কারো কারো কাছে অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গিয়ার্টজ (Geertz 1993) প্রগাঢ় বর্ণনার মধ্য দিয়ে অর্থ অবিকল তুলে আনতে পারাকেই নৃবিজ্ঞানীর কাজ মনে করেন। অন্যদিকে জীবনকে বিভাজন করে দেখার উদাহরণ পাই ম্যারী ডগলাসের কাজে (Douglas *)। বিভাজন অন্যভাবে রয়েছে কাঠামোবাদের আলোচনায়ও।

২১. আমাদের দেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলোকেই সাম্প্রতিক তত্ত্বের শেষ সীমানায় পাঠানো হয়। পাঠ্যক্রম দেখুন।

তথ্যসূত্র

আলম, এস, এম, নুরুল (১৯৯২) নৃবিজ্ঞানের অতীত ও বর্তমানঃ একটি বিবর্তনমূলক পর্যালোচন।, *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৪৩।

ইসলাম, এ, কে, এম, আমিনুল (১৯৮৯) *এই পৃথিবীর মানুষ (সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান).* []

এঙ্গেলস, ফ্রে. (*) *পরিবার ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* প্রগতি প্রকাশনা

চৌধুরী, মানস ও রেহনুমা আহমেদ (১৯৯৭) লিঙ্গ, শ্রেণী ও অনুবাদের ক্ষমতাঃ বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে। *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৬৩।

ফেরদৌস, সাঈদ (১৯৯৫) সংস্কৃতির বয়ান, দ্বিধান্বিত সত্য নির্মাণ, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* ৩: ১- ১২

মর্গান, লুইস হেনরী (*) *আদিম সমাজ* (বুলবন ওসমান অনুদিত)। বাংলা একাডেমী।
রহমান, মুহম্মদ হাবিবুর (১৯৮০) *নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা*

Douglas, M. (*) *Purity and Danger.* []
Geertz, C. (1993) *The Interpretation of Cultures.* Fontana Press
Godelier, M. (1986) *The Material And The Mental.* Verso
Harris, M. (1968) *The Rise of Anthropological Theory.* RKP
Hunter, D. E., ed. (*) *Encyclopedia of Anthropology.* []
Jha, M. (1983) *An Introduction to Anthropological Thought.* []
Kon, I. (1989) Herbert Spencer's Sociological Conception. In I. Kon, ed., *A History of Classical Sociology.* Progress Publishers.
Kuklick, H. (1991) *The Savage Wtihin: Social History of British Social Anthropology, 1885-1945.* CUP.
Kuper, A. (1973) *Anthropology and Anthropologists.* RKP.
Leach, E. R. (1961) Rethinking Anthropology. London
Levi Strauss, C. (1963) *Structural Anhtropology, Part I.*
-------(1979) *Myth And Meaning.* Schocken Books.
Maine, H. (1861) *Ancient Law.* London: J. Murray.
Malinowski, B. (1922) *Argonauts of the Western Pacific.* New York: Dutton
Meillassonx, C. (*) *Maidens, Meals And Money.* CUP.
Radcliffe-Brown, A. R. (1952) Structure and Function in Primitive Society. London: Oxford University Press.
Stocking, Jr., G. W. (1989) The Ethnographic Sensibility Of The 1920s and The Dualism Of The Anthropological Tradition in Romantic Motives. In G. W. Stocking, Jr., ed., *History of Anthropology, Vol. 6*, University of Wisconsin Press, pp.208-276